শ্রী অদ্বৈত প্রভুর জীবনী
ও
পণাতীর্থ ধাম মাহাত্ম

শ্রীশ্রী গুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রী অদ্বৈত প্রভু ও পনাতীর্থ ধাম মহাত্ম্য

শ্রীশ্রী মৎ জয়পতাকা স্বামী মহারাজের শ্রীচরণাশ্রিত

শ্রীনবদ্বীপ দ্বিজ গৌরাঙ্গ দাস ব্রহ্মচারী কর্তৃক সংকলিত

প্রকাশক ঃ
ইসকন, যুগলটিলা মন্দির, কাজলশাহ, সিলেট।
প্রথম সংস্করণ ঃ ৫০০০ কপি

প্রকাশকাল ঃ
শ্রীশ্রী অদ্বৈতপ্রভুর শুভ আবির্ভাব তিথি ২০০০ খৃষ্টাব্দ

মুদ্রণ : রাবেয়া অফসেট প্রিন্টার্স এন্ড রাহীব কম্পিউটার
মধুবন (৪র্থ তলা), সিলেট। ফোন ঃ ৭১৪৬৩৪

ভিক্ষা ঃ

নিবেদন

শ্রীহট্টভূমি শ্রীমন মহাপ্রভুর পার্ষদদের পদরাজে ধন্য। শ্রীহট্টের বিভিন্নস্থানে গৌর পরিকরদের স্মৃতি ভক্তদের প্রাণে পুলক জাগায়। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকে অনেক ভক্ত গৌরভূমিতে আসেন অন্তরের ভক্তি শ্রদ্ধা নিবেদন করার মানসে। আর চাক্ষুস লীলাস্থল দর্শনে মানব জন্ম স্বার্থক করতে। এমনি একজন পরিকর শ্রীমন মহাপ্রভু তাঁর নাম শ্রী অদ্বৈতাচার্য্য। তাঁকে আমরা গৌর আনা ঠাকুর বলে জানি। যিনি প্রতিনিয়ত গঙ্গাস্নান করে মন্ত্রপূত তুলসী দিয়ে অর্চ্চনা করতেন গঙ্গাজলে শ্রীমন মহাপ্রভুর ধরাধামে অবতরণের জন্য। তাঁর জন্মস্থান বৃহত্তর সিলেট জেলার সুনামগঞ্জের লাউড়ের নবগ্রামে। নবগ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসের মধুকৃষ্ণা ত্রয়োদশীতে রক্তি নদীর তীরে লক্ষাধিক ভক্ত সমাগম হয়। ভক্তের আগমনে নিভৃত এলাকাতে মানুষের বান নামে। কয়েক মাইল ব্যাপী গ্রামবাসীগণ যার যেমন সাধ্য ভক্তদের আবাস ও প্রসাদের ব্যবস্থা করেন। এ এক অভিনব দৃশ্য। এখানে ভক্তেরা স্নান ও তর্পণ করেন ভক্তি শ্রদ্ধায়। কিন্তু অনেকেই এই পনাতীর্থ ধামে আসেন কিন্তু জানেনা এই ধামের কথা। এই গ্রন্থে আমি শ্রী অদ্বৈতপ্রভু ও পনাতীর্থ ধাম সম্বন্ধে কিছু তথ্য বর্ণনা করেছি যা অধ্যয়ন করলে ভক্তেরা ধাম ও ধামেশ্বর সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে পারবেন। এই গ্রন্থটি রচনায় প্রকৌশলী মনোজ বিকাশ দেব রায় আমাকে সতত সাহায্য করেছেন। তার উপর অদ্বৈত প্রভুর করুনা বর্ষিত হোক। গ্রন্থখানা ভক্তদের হাতে পৌঁছুলে গ্রন্থখানার প্রকাশনা স্বার্থক হবে।

শ্রী নবদ্বীপ দ্বিজ গৌরাঙ্গ দাস ব্রহ্মচারী

শ্রী অদ্বৈত আচার্য

সেই নবদ্বীপে বৈসে বৈষ্ণবাগ্রগণ্য।
অদ্বৈত আচার্য নাম সর্বলোক ধন্য।।

আবির্ভাব ঃ সমকালীন বৈষ্ণবসমাজে মহাপ্রভুর অন্য-তম এই অন্তরঙ্গ পার্ষদ, অদ্বৈত আচার্য প্রভু আবির্ভূত হন বর্তমান সিলেট বিভাগের অন্তর্গত সুনামগঞ্জ জেলার তাহিরপুর থানার লাউড় পরগনার নবগ্রামে। আনুমানিক ১৪৩৪ খৃষ্টাব্দে শ্রী অদ্বৈত আচার্য আবির্ভূত হন।

পিতৃমাতৃ পরিচয় ঃ পিতা কুবের তর্কপঞ্চানন ছিলেন লাউড়ের রাজা দিব্য সিংহের সভাপণ্ডিত। শাস্ত্রবিদ্ ও ধর্মপরায়ন আচার্যরূপে তাঁহার যথেষ্ট খ্যাতি। বংশের গৌরব ও ঐতিহ্যও কম নয়। স্বনামধন্য নৃসিংহ নাড়িয়াল ছিলেন তাঁহারই পূর্বপুরুষ। পাঠান যুগের গৌড়ীয় হিন্দু রাজা গণেশের মন্ত্রিত্ব করিয়া নৃসিংহ নাড়িয়াল প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। মনীষা, ব্যক্তিত্ব ও রাজনৈতিক সূক্ষবুদ্ধির দিক দিয়া তাঁহার তুল্য ব্যক্তি গৌড় রাজধানীতে তখন খুব কমই ছিল।

অদ্বৈত আচার্যের মাতার নাম নাভা দেবী। কুবের আচার্য ও তাঁহার পত্নী নাভা দেবীর বড় দুঃখ পর পর তাঁহাদের কয়েকটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু একটিও জীবিত রহে নাই। এই ভাবিয়া স্বামী স্ত্রী কাহারো মনে শান্তি নাই। সংসার কর্মেও দিন দিন তাঁহারা বড় উদাস হইয়া পড়িতেছেন। এই বৈরাগ্যপ্রবন মন নিয়া একদিন তাঁহারা লাউড় ছাড়িয়া শান্তিপুরে আগমন করেন।

নূতন পরিবেশে আসার কিছুদিন পর নাভা দেবী সন্তান সম্ভবা হন। কুবের তর্কপঞ্চাননের মুখে আবার হাসি ফুটিল। পন্ডিত আনন্দিত মনে সস্ত্রীক আবার দেশে ফিরিয়া আসেন। মাঘী সপ্তমীর পূন্যতিথিতে এক সুলক্ষণযুক্ত পুত্র ভূমিষ্ঠ হইল। নবজাত পুত্রের নাম রাখা হয় কমলাক্ষ।

বাল্যজীবন ঃ বাল্যকাল হইতেই কমলাক্ষের জীবনে দেখা যায় এক অপূর্ব ভক্তিপরায়নতা। নিবেদিত বস্তু ছাড়া কোনো কিছুই তাহাকে আর আহার করানো যায় না। পিতা যখন নারায়ন শিলা অর্চনা করিতে বসেন তখন বালক অদ্বৈত ভাবাবিষ্ট হইয়া সেখানে বসিয়া থাকে, দুই চোখ বহিয়া ঝড়িতে থাকে পুলকাশ্রু। কুবের পন্ডিত লক্ষ্য

করেন ছেলে তাঁহার শ্রুতিধর, অসাধারণ মেধা এবং তীক্ষ্ণধী শক্তির অধিকারী। বুঝিলেন বালক উত্তরকালে শাস্ত্রপারঙ্গম হইবে।

কমলাক্ষের বয়স যখন বারো বৎসর তখন তাঁহার পিতা তাঁহাকে শান্তিপুরে পাঠাইয়া দিলেন। কয়েক বৎসরের মধ্যে বেদ-বেদান্ত, স্মৃতি এবং ষড়দর্শনের পাঠ সে আয়ত্ত করিয়া ফেলিল। কমলাক্ষের জনক-জননী ইতোমধ্যে শ্রীহট্ট হইতে চলিয়া আসেন। এখন হইতে পুত্রের সহিত একত্রে নবদ্বীপ ও শান্তিপুরের গঙ্গাতীরে তাঁহারা বাস করিতে থাকেন। নববই বৎসর বয়সে পিতা কুবের তর্ক পঞ্চানন মরদেহ ত্যাগ করেন এবং কিছুদিন পরে মাতা নাভা দেবীর লোকান্তর ঘটে।

পন্ডিত কমলাক্ষের অন্তরে এবারে বৈরাগ্যের হাওয়া বহিতে শুরু করিল। তিনি স্থির করিলেন গয়াধামে গিয়া জনক জননীর উদ্দেশ্যে পিন্ডদান করিবেন। বিষ্ণুপাদপদ্মে প্রনতি জানাইয়া বাহির হইবেন তীর্থ পর্যটনে।

ঈশ্বর প্রাপ্তির তীব্র আকাঙ্খা ঃ ইতোমধ্যে ঈশ্বর প্রাপ্তির তীব্র আকাঙ্খা তাঁহার অন্তরে জাগরিত হইল। ভক্তিযোগের মধ্য দিয়া এই পরম প্রাপ্তি ঘটিবে। এ সংকল্প

হৃদয়ে পোষণ করিয়া তিনি চলিতেছেন। এজন্য নিষ্ঠাভরে ভক্তিশাস্ত্র অনুশীলন করিয়া সাধন ভজনে রত থাকিয়া নিজেকে প্রস্তুত করিয়া নিয়াছেন। গয়ার কার্য শেষ করিয়া কমলাক্ষ দাক্ষিনাত্যের তীর্থ দর্শনে বাহির হইলেন এবং অন্তরে রহিল সদগুরুর সন্ধান লাভের তীব্র আকাঙ্খা।

গুরু প্রাপ্তি ঃ দাক্ষিণাত্যের তীর্থ পথে ঘুরিতে ঘুরিতে তিনি একদল মধ্বাচার্য সম্প্রদায়ী সাধুর ধর্মসভায় আসিয়া উপস্থিত। সেখানে নারদীয় সূত্রের অপূর্ব ব্যাখ্যা শুনিয়া তিনি ভাবাবেশে মুর্ছিত হইয়া পড়িলেন। সারা অঙ্গে ফুটিয়া উঠিল বিস্ময়কর সাত্ত্বিক ভাববিকার। ভক্তিরসের পরম রসিক, শ্রী পাদ মাধবেন্দ্রপুরী তখন এই ধর্মসভায় উপস্থিত। কমলাক্ষের এই অদ্ভুত ভাবাবেশ দেখিয়া পুরীমহারাজ আনন্দিত হইলেন। তাঁহার অপার করুনা ঝরিয়া পড়িল এই তরুণ ভক্তের উপর। অদ্বৈতের শিষ্য ও সেবক ঈশাননাগর এই মিলন দৃশ্যের বর্ণনায় বলেন,

"প্রেম সিন্ধুর ঢেউ ক্রমে বাড়িয়া চলিল।
মূর্ছিত হইয়া প্রভু ভূমিতে পড়িল।
তাহা দেখিয়া মহোপাধ্যায় মাধবেন্দ্রপুরী।
কহে ইহো ভক্তিরশ্বে উত্তমাধিকারী।

সামান্য জীবেতে না হয় এক্ষা প্রেমভক্তি।
চিন্ময় আধারে হয় নিত্য তার স্থিতি।
শুদ্ধ প্রেমাসব ইঁহা করিয়াছে পান।
অন্তর্নিত্যানন্দ ইঁহার নাই বাহ্যজ্ঞান।
ইঁহার শরীরে মহাপুরুষ লক্ষণ।
জগত তারিতে বুঝো হৈলা প্রকটন।

ভক্ত সাধুদের উচ্চ কণ্ঠে হরিধ্বনি বারবার শ্রবনের পর কমলাক্ষ সংবিৎ ফিরিয়া পাইলেন। দেখিলেন সন্মুখে দাঁড়িয়ে আছেন পরমভাগবত মাধবেন্দ্রপুরী মহারাজ। কমলাক্ষ ভক্তিভরে সাষ্টাঙ্গে তাঁহার [illegible] পতিত হইলেন। বিনয় সম্ভাষণে কহিলেন, "প্রভু, আমার পরম সৌভাগ্য, আজ আপনার দর্শন পেলাম। আপনার শ্রীচরণে আশ্রয় দিয়ে এই অধম জনের জীবন ধন্য করুন, আমায় বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষা দিন"।

পুরীমহারাজ সম্মতি দিলেন। কমলাক্ষ আচার্যের জীবনে দেখা দিল সদগুরু – র অরুনোদয়। দীক্ষা ও প্রেমভক্তিতত্ত্বের উপদেশ লাভের পর ঘটিল তাঁহার নবজীবন। গুরুসান্নিধ্যে কিছুদিন কাটিয়া গেল। এবার বিদায় গ্রহণের পালা। করুন কণ্ঠে সদগুরুর কাছে নিবেদন

করিলেন, প্রভু, "কলিকালে মানুষ হয়ে পড়েছে আদর্শহীন, ধর্মহীন। সর্বদিক দিয়ে তারা নীতিভ্রষ্ট। ভুবন মঙ্গল হরিনাম, কৃষ্ণ নাম তাদের রসনায় উচ্চারিত হয় না। আপনি কৃপা করে বলুন, কিসে জীবের কল্যাণ হবে, কি করে তারা উদ্ধার পাবে।"

পুরী মহারাজের শ্রীবদনে হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। তিনি মধুর কণ্ঠে কহিলেন, "কমলাক্ষ, পৃথিবীর এ পাপের ভার হরণ করতে, জীবের উদ্ধার সাধন করতে যে পরম প্রভুর আবির্ভাব চাই। তা নইলে তো চলবে না। তুমি মহাভক্ত। শ্রীভগবানকে ডাকবার, তাঁকে জাগ্রত করার ভার তুমিই আজ থেকে নাও বৎস।"

সদ্‌গুরুর এ নির্দেশ কমলাক্ষ আচার্যের অন্তরে সেদিন চিরতরে গাঁথা হইয়া যায়। ভক্তিভরে তাঁহার চরণে প্রণাম করিয়া আবার তিনি তীর্থ পরিক্রমায় বাহির হইয়া পড়েন।

ব্রজমন্ডলে আগমন ঃ দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতের তীর্থদর্শনের পর কমলাক্ষ ব্রজমন্ডলে আসিয়া উপস্থিত হন। তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এক একটি লীলাস্থলি দর্শন করেন আর অপার আনন্দে তাঁহার হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠে। কখনো বা ভাবাবিষ্ট অবস্থায় দিনরাত কোথা দিয়া

কাটিয়া যায় কোন হুঁশ নাই। এইভাবে একদিন তিনি গিরিগোবর্ধনে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দ্বাপর লীলার দৃশ্য মানসপটে একটির পর একটি ফুটিয়া উঠিতেছে আর বার বার তিনি বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া ফেলিতেছেন। সারাদিন এইভাবে অতিবাহিত হওয়ার পর রাত্রি সমাগত। শ্রান্ত দেহে আচার্য একটি বটবৃক্ষের মূলে শয়ন করিয়া আছেন। অল্পকালের মধ্যেই দুই চোখে নামিয়া আসিল গভীর নিদ্রা।

মদন মোহনের কৃপা ঃ এ সময়ে তিনি এক অদ্ভুত স্বপ্ন দর্শন করিলেন। শিখিপুচ্ছধারী মুরলীধর গোপবেশী কৃষ্ণ তাঁহার ভুবনমোহন ভঙ্গিতে সন্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। বলিতেছেন, "আচার্য, জীবের মঙ্গল সাধনের ব্রত তুমি নিয়েছ, এ বড় আনন্দের কথা। যথাসাধ্য ভক্তিতত্ত্বের প্রচার তুমি করতে থাকো, জীবকে কৃষ্ণ নামে উদ্বুদ্ধ করো। আর এই সঙ্গে করো লুপ্ত তীর্থের উদ্ধার সাধন। আর শোন, তোমায় আমি একটা নিগূঢ় সংবাদ দিচ্ছি। আমার এক দিব্যমূর্তি দ্বাদশ-আদিত্য তীর্থে, যমুনার তীরে লুকানো আছে। আমার সে বিগ্রহের নাম হচ্ছে- মদনমোহন। তুমি এর উদ্ধার সাধন করো ও

সেবার প্রবর্তন করো।"

এই স্বপ্ন দর্শনের পর আনন্দে আচার্যের আর ঘুম হইল না। রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতেই গ্রামাঞ্চলে গিয়া সবাইকে ডাকাডাকি শুরু করিলেন। অদ্ভুত স্বপ্ন বৃত্তান্তের কথা শুনিয়া লোকজন জুটিতে দেরী হইল না। কোদাল, শাবল নিয়া গ্রামবাসীরা দলে দলে আসিতে লাগিল।

খননের পর সত্যসত্যই সেখানকার ভূগর্ভ হইতে আবিষ্কৃত হয় এক পরম মনোহর কৃষ্ণমূর্তি। ললিত ত্রিভঙ্গ ধামে দাঁড়াইয়া আছেন। স্বপ্নাদিষ্ট শ্রীমূর্তি হাতে পাইয়া আচার্য আনন্দে বিহ্বল হন। অতঃপর এক ভক্তিমান সদাচারী ব্রাহ্মণের উপর বিগ্রহের সেবার বার দিয়া তিনি শ্রীধাম বৃন্দাবনের দিকে চলিয়া যান।

দলে দলে ভক্তবৃন্দ এই বিগ্রহ দর্শনে আসিতে থাকে। একদল দুষ্ট স্বভাব পাঠানের দৃষ্টি এদিকে পতিত হয়। বিগ্রহ নিয়া এত লোক সংঘট্ট তাহাদের ভাল লাগে নাই। একদিন তাহারা দল বাঁধিয়া এই বিগ্রহ অধিকার করিতে আসে। বিগ্রহের মর্যাদাহানি করা ও ইহা ভাঙ্গিয়া ফেলার জন্য তাহারা বদ্ধ পরিকর।

প্রভু মদনমোহন এক অলৌকিক লীলা প্রকটিত

করেন। পাঠানেরা মন্দিরে ঢুকিয়া দেখে বিগ্রহ নাই। তাহারা হতাশ হইয়া এই স্থান ত্যাগ করে। পূজারী এই সময়ে যমুনার তটে দাঁড়াইয়া স্নান তর্পন করিতেছিলেন। হামলার কথা শ্রবন করিয়া তিনি শীঘ্র ফিরিয়া আসেন। দেখেন বেদীর উপরে বিগ্রহ নাই। ধরনা হইল পাঠানেরা শ্রী বিগ্রহ নিয়া গিয়াছে। তিনি দুঃখে কাঁদিতে লাগিলেন।

সংবাদ শুনিয়া অদ্বৈত আচার্য ছুটিয়া আসিলেন। তাঁহার দুই নয়ন বাহিয়া ঝরিতেছে অশ্রুধারা। অনেক খোঁজাখুঁজি করিলেন, কিন্তু হারানো বিগ্রহের কোন সন্ধান পাইলেন না।

রাত্রে নিকটস্থ বটবৃক্ষ মূলে আচার্য নিদ্রিত রহিয়াছেন। স্বপ্নযোগে আবার মিলিল শ্রী নন্দনন্দনের স্বাক্ষাৎ। মধুর কণ্ঠে প্রভু তাঁহাকে কহিলেন, "ওহে আচার্য, কেন শুধু তুমি খেদ করছো আর এমন করে ভেবে মরছো? আমায় তো পাঠানেরা ভেঙ্গে ফেলেনি, অপসারিতও করেনি। আমি যে নিজেই আগে থেকে সেই দুষ্ট ব্রজ গোপালটি সেজে বেদী থেকে লাফিয়ে পড়েছিলাম। তারপর চুপি চুপি বাইরে এসে, কুটিরের পাশে যে ফুল বাগান আছে, তারই একপাশে লুকিয়ে রয়েছি। ওখান থেকে আমায় তুলে নিয়ে এসো। আর শোন, এখন থেকে আমার এই

দুষ্ট গোপাল লীলার স্মৃতিই এখানে জাগরুক থাক, আর আমার এ বিগ্রহকে দাও মদন গোপাল নাম। মদনমোহন নামটা বদলে দাও তুমি"।

আনন্দে অধীর হইয়া কমলাক্ষ তখনই পুষ্প বাটিকায় ছুটিয়া যান। কিছুটা অনুসন্ধানের পর শ্রী বিগ্রহ আবিষ্কৃত হয়। অতঃপর মদনগোপাল রূপে ইহাঁর সেবা পূজা অনুষ্ঠিত হইতে থাকে।

একদিন কমলাক্ষের উপর স্বপ্নাদেশ হইল, "আচার্য, আমার বিগ্রহ এখন যেখানে স্থাপন করেছো সেখানটা তেমন সুরক্ষিত নয়। এখানেও অভক্তদের অত্যাচারের অশংকা আছে। তাই তুমি এক কাজ করো। মথুরার পরমভক্ত চৌবেজী দু' একদিনের মধ্যে এখানে আসবে, তুমি তার হাতে আমায় অর্পন করো। তাহলে আমার সেবাপূজার কোন বিঘ্ন হবে না। আচার্যকে আশ্বাস দিয়া ঠাকুর কহিলেন, "বৎস, তুমি খেদ করো না। এই মদনগোপাল বিগ্রহ হস্তান্তরিত হলেই বা কি? তোমার আমার সম্বন্ধ যে নিত্যকালের, তোমার মত মহাভক্তের মাঝে দিয়াই আমার লীলা পুষ্টি। আরও শোন। আমার এক সুপ্রাচীন পট রয়েছে নিকুঞ্জবনে সংগোপিত। শ্রী

রাধার প্রিয় সখী বিশাখার পরিকল্পনা অনুযায়ী এ প্রতিকৃতি রচিত হয়েছিল। এ পটটি তুমি সঙ্গে নিয়ে দেশে চলে যাও"।

পরদিন মথুরার চৌবেজী আসিয়া উপস্থিত। প্রভু মদনগোপালের দিব্য ইশারা এই মহাভক্তের হৃদয়ে পৌঁছিয়া গিয়াছে। আচার্যের কাছে আসিয়া দৈন্যভরে তিনি স্বপ্ন বিবরণ কহিলেন, আচার্য প্রানপ্রিয় বিগ্রহকে তাঁহার হাতে সমর্পন করিলেন। কিছুদিনের মধ্যে ফিরিয়া আসিলেন শান্তিপুরে। অর্চনার জন্য সঙ্গে আনিলেন নিকুঞ্জ বনের সেই পবিত্র চিত্রপট।

শান্তিপুরে আগমন ও যুগল ভজন ঃ মাধবেন্দ্র পুরী মহারাজ সেবার তীর্থ পরিক্রমার পথে শান্তিপুরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। গুরুদেবের চরণ দর্শন ও সেবার সুযোগ পাইয়া কমলাক্ষের আর আনন্দের অবধি রহিল না।

বৃন্দাবন হইতে আনীত কৃষ্ণের পট দর্শন করেন পরম ভাগবত মাধবেন্দ্রপুরী, আর বার বার ঘটিতে থাকে তাহার দিব্যভাবাবেশ। বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিবার পর প্রিয় শিষ্য কমলাক্ষকে ডাকিয়া সেদিন এই নিগূঢ় উপদেশটি তিনি দিলেন,

পুরী কহে বাছা তুহুঁ শুদ্ধ প্রেমবান।
শ্রীরাধিকার চিত্রপট করহ নির্মাণ।
রাধা কৃষ্ণ দর্শনে হয় গোপী ভাবোদয়।
অতএব যুগল সেবা সর্বশ্রেষ্ঠ হয়।

(অদ্বৈত প্রকাশ)

বলা বাহুল্য, অদ্বৈত আচার্য তাঁহার গুরুর নির্দেশ অনুযায়ী এই যুগল ভজন শুরু করিয়াছিলেন, প্রাক চৈতন্য যুগের তাঁহার অনুষ্ঠিত কৃষ্ণ ও কৃষ্ণশক্তি রাধার এই যুগল উপাসনা অত্যল্পকাল পরে প্রভু চৈতন্যের মন্ডলীতে প্রধান স্থান গ্রহণ করিয়াছিল। তাই আচার্যের সাধন জীবনের এই ঘটনাটির গুরুত্ব অপরিসীম।

শান্তিপুর ত্যাগ করার পূর্বে শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী আরো একটি কথা বলিয়া গেলেন। কহিলেন, "বৎস এবার তুমি বিবাহ করে সংসারাশ্রমী হও। সংসারে থেকে কৃষ্ণনাম প্রচার করো এবং জীবের কল্যাণ সাধন করো।"

পুরীধামে যাত্রা ঃ সাড়ম্বরে রাধা মদনগোপালের অভিষেক সম্পন্ন করিয়া পুরীমহারাজ শান্তিপুর হইতে জগন্নাথ ক্ষেত্রের দিকে চলিয়া গেলেন।

কমলাক্ষ আচার্যের অন্যতম ভক্ত ও শিষ্য ছিলেন

দিগবিজয়ী পন্ডিত শ্যামাদাস। আচার্যের সহিত তত্ত্ববিচারে পরাস্ত হইয়া নতশিরে তিনি ভক্তি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। শ্যামাদাস এসময়ে আচার্য প্রভুর নব নামকরণ করেন অদ্বৈত আচার্য। এখন হইতে এই কমলাক্ষ পন্ডিত নতুন নামেই পরিচিত হইয়া উঠেন।

ভক্ত হরিদাসের আগমন ঃ স্বনামধন্য হরিদাস আচার্য প্রভুর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভক্ত। কৃষ্ণপ্রেম রসে বিহ্বল হরিদাস একদিন অদ্বৈতের পদপ্রান্তে পতিত হন। ব্যাকুল কণ্ঠে বার বার তাঁর আশ্রয় ভিক্ষা করিতে থাকেন। আকুল কণ্ঠে আচার্য প্রশ্ন করেন "বৎস কি নাম তোমার? কোথা থেকে তুমি আসছো" পদতলে পতিত তরুণ ভক্ত উত্তর দেন "প্রভু, আমি ম্লেচ্ছাধম। আপনার শরণ নিতে এসেছি। কৃষ্ণভক্তি কি করে পাবো, কৃপা করে সেই উপদেশ আমায় দিন"

পরম স্নেহভরে আচার্য প্রভু নবাগত ভক্তকে বুকে তুলিয়া নেন। তাঁহার আশ্রয়ে থাকিয়া শুরু হয় হরিদাসের ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন। আপন মেধা ও নিষ্ঠার বলে অমূল্য ভক্তিসম্পদ তিনি আহরণ করেন। কীর্তিত হন ভক্তিসিদ্ধ মহাপুরুষরূপে।

ভক্ত হরিদাস আর্তি আর দৈন্যের মূর্তবিগ্রহ । একদিন তিনি আচার্যের কাছে করজোড়ে নিবেদন করিলেন, প্রভু আপনার কৃপায় শাস্ত্রপাঠ, সাধনা, এসব তো করলাম। কিন্তু আমার মত জীবাধমকে উদ্ধার করা তো সহজ কাজ নয়। আপনার কৃপাশক্তি ছাড়া তো এ কাজ সম্পন্ন হবে না। সেই কৃপাশক্তি আজই প্রয়োগ করুন। নতুবা এ অস্পৃশ্য পামরের আর কোন উপায় নেই। অদ্বৈত তখন প্রেমভরে কহিলেন,

কহে, শুন বৎস ধর্মশাস্ত্রসিদ্ধ বাণী
কেবা ছোট কেবা বড় স্থৈর্য নাহি জানি।
সাধু আচরণ যার তারে শ্রেষ্ঠ মানি।
অষ্টবিধ ভক্তি যদি ম্লেচ্ছে উপজয়।
সেই জাতি লোপ হঞা দ্বিজাধিক হয়।
যেই কৃষ্ণ ভজে সেই হয় সর্বোত্তম।
কৃষ্ণ বহির্মুখ যেই সেই নরাধম।

(অদ্বৈত প্রকাশ)

অদ্বৈতের কাছে হরিদাসের বৈষ্ণবীয় শিক্ষা ও সাধন সমাপ্ত হইয়াছে। তিনি তাই শান্তিপুর ত্যাগ করিবেন বলিয়া মনে করিলেন। আচার্য তাহাকে বিদায় আলিঙ্গন

দিয়া কহিলেন, "হরিদাস, তুমি নামমন্ত্রের মহাচারণ। এই নাম প্রচারের ব্রতই তুমি একান্তভাবে গ্রহণ করো। গুরুদেব মাধবেন্দ্র পুরী মহারাজ এই নির্দেশই আমায় দিয়েছিলেন। তোমার জন্যও আমি আজ এই ব্রতই নির্দিষ্ট করছি।

"ধর্ম প্রবর্তন হেতু লহ হরিনাম।
নামব্রহ্ম প্রচারিয়া জীবে কর ত্রাণ।
যৈছে ভগবানের শক্তি অনন্ত চিন্ময়।
তৈছে নামব্রহ্মের শক্তি নিত্য সিদ্ধ হয়।
নামাভাসে জীব মাত্রের ত্রিতাপ না রয়।
নাম উচ্চারনে মায়া বন্ধন খণ্ডয়।
নাম চিন্তামনি কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান।
ব্রহ্মাণ্ডে সদবস্তু নাস্তি নামের সমান।
নামে নিষ্ঠা হৈলে হয় প্রেম উদ্দীপন।
অবিশ্রান্ত নাম জপে পায় প্রেমধন।"

এখন হইতে তাঁহার নিত্যকার ব্রতসাধন, হইল তিন লক্ষ নাম জপ। অদ্বৈত আচার্যের অলৌকিক শক্তির প্রকাশরূপে যে দেখা দিলেন নামব্রহ্মের চারণ যবন হরিদাস। আচার্য তাঁহার নাম দিলেন- ব্রহ্ম হরিদাস।

অদ্বৈতের বিবাহ ঃ গুরু মাধবেন্দ্র পুরীর নির্দেশ ছিল, অদ্বৈতকে গার্হস্থ্যাশ্রম গ্রহণ করিতে হইবে। নারায়নপুরের নৃসিংহ ভাদুড়ী এক ধর্মনিষ্ঠ কুলীন ব্রাহ্মণ। তাহার দুইটি জমজা কন্যা সীতা ও শ্রীরূপ কে অদ্বৈত আচার্যের কাছে সম্প্রদান করিলেন।

ভক্ত শ্রেষ্ঠ হরিদাসের মহিমা ঃ হরিদাসের মহিমা সাধারণ মানুষ কি করিয়া বুঝিবে? এ মহিমা বুঝিয়া ছিলেন বৈষ্ণব মহাপুরুষ শ্রী অদ্বৈত। তাই নিজের গৃহের শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের পর প্রথম ভোজ্যপাত্র তিনি দিয়াছিলেন ভক্তিসিদ্ধ এই ভক্তকেই।

প্রেমাশ্রু পূর্ণ নেত্রে অদ্বৈত এ ভক্তের সেবা করেন। ইহা দেখিয়া হরিদাস চমকিয়া উঠেন। যুক্ত করে বলিলেন, "সে কি প্রভু? এ শ্রাদ্ধ পাত্রে ব্রাহ্মণেরই অধিকার। এ আপনি আমারমত পামরকে দিচ্ছেন কেন?"

অদ্বৈত উত্তর দিলেন, "হরিদাস, আমার দৃষ্টিতে তুমিই যে প্রকৃত ব্রাহ্মণ, প্রকৃত বৈষ্ণব। জানতো? প্রকৃত বৈষ্ণবের হৃদয়ে বিহার করেন গোলকপতি। তোমারমত মহাপুরুষকে শ্রাদ্ধপাত্র দেওয়া যে বহু ব্রাহ্মণ ভোজনের সমান। আমি তো এতে অন্যায় কিছু করিনি?

যবন সাধকের এই স্বীকৃতির মধ্য দিয়া অদ্বৈত সেদিন এক বৈপ্লবিক সৎসাহস প্রদর্শন করেন। অদ্বৈত আচার্যের এই সাহসিকতার দৃষ্টান্তে পরবর্তী কালের বৈষ্ণব আন্দোলনের পুরোধা যে অনেকাংশে প্রভাবিত হইয়াছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

অধর্মের অভ্যুত্থান ও মহাপ্রভুর আগমন ঃ দেশের চারিদিকে তখন ধর্মের নামে নানা অনাচার ও অধর্মের তান্ডব চলিতেছে। পাষন্ডীদের অত্যাচারে সমাজ জীবন জর্জরিত। এ অবস্থা যেন আর সহ্য করা যায় না। ভক্ত হরিদাস একদিন সাশ্রু নয়নে আচার্যকে কহেন, 'প্রভু, ধরণীর ভার যে সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে, রক্ষার উপায় কি? শ্রীভগবানকে প্রাণের আকুতি জানাচ্ছি তিনি কবে আসবেন? কবে করবেন জীবের উদ্ধার সাধন?"

আচার্য সান্ত্বনা দেন, "হরিদাস, তুমি উতালা হয়োনা, তোমার মত আমিও যে দীর্ঘদিন ধরে কেঁদে বুক ভাসাচ্ছি। সচন্দন তুলসী আর গঙ্গজলে কৃষ্ণের আরাধনা করছি তিনি অবতীর্ণ হবেন বলে। ভেবো না, তিনি আসবেন, নিশ্চয় আসবেন।" শুদ্ধাচারী মহাতেজস্বী আচার্যের হৃদয়ে জাগিয়া উঠে তীব্র বিক্ষোভের ঝড়। তিনি

নিজ সংকল্পের কথা ঘোষণা করলেন

মোর প্রভু আসি যদি করে অবতার।
তবে হয় এসকল জীবের উদ্ধার।
তবে শ্রী অদ্বৈত সিংহ আমার বড়াঞি।
বৈকুণ্ঠ বল্লভ যদি দেখহ হেথাঞি।

(চৈতন্য ভাগবত)

অদ্বৈত সিংহের হুঙ্কার আর ভক্তশ্রেষ্ঠ হরিদাসের গোফায় বসিয়া নামকীর্তন ও আর্তির ফল অচিরেই ফলিল। ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দের দোলপূর্ণিমা তিথিতে শ্রীমন মহাপ্রভু ধরাধামে অবতীর্ণ হইলেন। জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র ধীরে ধীরে বাড়িয়া উঠিলেন। তাহার আলৌকিক ভাব প্রবাহ উচ্ছলিত, দুর্লভ সাত্ত্বিক প্রেম বিকার স্ফুরিত তাঁহার সর্বদেহে।

যাই হোক। আচার্য ধৈর্য ধরিবেন, অপেক্ষা করিতে থাকিবেন। পরমতমের আবির্ভাব যদি হইয়াই থাকে তবে তাঁহাকে যে আচার্যের কাছে আসিতেই হইবে। তাঁহার দীর্ঘদিনের কৃষ্ণ আরাধনা তাঁহার তুলসী গঙ্গাজল সহ আর্তি তো বিফল হইবার নয়। আবির্ভূত পুরুষকে আপনা হইতেই যে অদ্বৈতের আঙ্গিনায় আসিয়া ধরা দিতে হইবে।

অদ্বৈতাচার্য ও শ্রীমন মহাপ্রভু মিলন : সেদিন প্রভাতে আচার্য আঙ্গিনায় তুলসীতলায় পূজা বন্দনাদি করিতেছেন। এমন সময় গদাধরকে সঙ্গে নিয়া বিশ্বম্ভর সেখানে উপস্থিত। আচার্যকে দর্শনমাত্র তাঁহার হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল উত্তাল ভাবতরঙ্গ। মুহূর্তের মধ্যে তিনি ভূতলে আছাড়িয়া পড়িলেন। দেহে সংবিতের চিহ্নমাত্র রহিল না। অদ্বৈত এই মূর্ছিত দেহের দিকে চাহিয়া আছেন। একি বিস্ময়কর প্রেম বিকারের দৃশ্য তাঁহার সম্মুখে। অদ্বৈত যেন এই মোহন মূর্তি নয়ন থেকে ফিরাইতে পারেন না। ভক্তি সিদ্ধ আচার্যের হৃদয়পটে ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিল এক পরম বোধ, ইনিই সেই মহাবস্তু যাহার জন্য তিনি আজীবন তপস্যা করিয়া আসিয়াছেন ইনিই যে তাঁহার প্রাণনাথ।

ভাববিমুগ্ধ আচার্য বিষ্ণু পূজার উপকরণাদি নিয়া বিশ্বম্ভরের মূর্ছিত দেহের সম্মুখে আসন পাতিয়া বসেন। পরমভক্তি সহকারে তাঁহার চরণ পূজা করিয়া, বিষ্ণু স্তোত্র গাহিয়া করেন তাঁহার বন্দনা। সত্তর বৎসরের বৃদ্ধ আচার্য প্রভুর নয়নাশ্রু অবিরাম ঝরিতেছে আর প্রেমাবেশে অচেতন বিশ্বম্ভরের চরণ দুটি হইতেছে সিক্ত। গদাধর তো এ দৃশ্য দেখিয়া স্তম্ভিত। সর্বজন বরেন্য প্রবীণ আচার্য

অদ্বৈতের একি অদ্ভুত কান্ড। সঙ্গে সঙ্গে কিছুটা ভয়ও তাঁহার হইল, আচার্যকে কহিলেন, "প্রভু, বিশ্বম্ভর আপনার কাছে বালক মাত্র। তাকে এভাবে পূজা অর্চ্চনা আপনি যেন আর করিবেন না। ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা আচার্য হাসিয়া উত্তর দিলেন, "গদাধর, এ বালক যে কে, তা অচিরেই বুঝিবে আর একটু তোমরা অপেক্ষা করো"।

ইতোমধ্যে বিশ্বম্ভরের বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিয়াছে। নয়ন মেলিয়া দেখিলেন, তুলসীতলায় তিনি মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া আছেন, আর মহাভাগবত অদ্বৈত আচার্য তাঁহার চরণতলে উপবিষ্ট, অশ্রুজলে তাঁহার বক্ষ ভাসিয়া যাইতেছে। অদ্বৈতের পদধূলি মাথায় নিয়া বিশ্বম্ভর দৈন্যভরে কহিলেন,

অনুগ্রহ তুমি মোরে কহ মহাশয়।
তোমার আমি সে হেন জানিহ নিশ্চয়।।
ধন্য হইলাম আমি দেখিয়া তোমারে।
তুমি কৃপা করিলে সে কৃষ্ণ নাম স্ফুরে।।

অন্তর্ভেদী দৃষ্টি দিয়া অদ্বৈত বিশ্বম্ভরের দিকে চাহিয়া আছেন। ভাবিতেছেন, হে কপটী, এ আবার তোমার

কোন ছল? কিন্তু আর তো আমায় তুমি ফাঁকি দিতে পারবে না, যে পরম আবির্ভাবের স্বপ্ন আমি এতকাল দেখে এসেছি, তা যে পরিগ্রহ করেছে তোমারই ভেতরে। আমার ধ্যানের ধন আজ ধরা দিয়েছে আমার সম্মুখে।

অদ্বৈতাচার্যের শিরে প্রভুর দুর্লভ চরণ স্থাপন ঃ একদিন প্রভু শ্রী চৈতন্য দিব্যভাবে আবিষ্ট হইয়া আছেন। হঠাৎ তিনি শ্রীবাস পন্ডিতের ভ্রাতা রামাইকে বলিলেন, অদ্বৈত সকাশে গিয়ে আমার আগমন বার্তা শুনাও। রামাই শান্তিপুরে গৌরসুন্দরের আগমন বার্তা অদ্বৈত প্রভুকে বলিলেন এবং শীঘ্র সেখানে যাইতে বলিলেন। অদ্বৈত প্রভু বলিলেন, দেখো রামাই, আমি প্রভুর কাছে যাচ্ছি ঠিকই, কিন্তু আমি তখনি প্রভুকে আমার প্রাণনাথ বলে মেনে নেব যখন তিনি আমার এই পক্ক কেশাবৃত মস্তকের উপর তাঁর চরণ দুটি তুলে ধরবেন।"

সস্ত্রীক নবদ্বীপে পৌঁছিয়া অদ্বৈত সরাসরি প্রভুর সভায় গেলেন না। নন্দন আচার্যের ঘরে আত্মগোপন করিয়া রহিলেন। রামাই একলা শ্রীবাস অঙগনে আসা মাত্রই প্রভু বলিয়া উঠিলেন, "দ্যাখো, দ্যাখো, ন্যাড়া এখনো আমায় পরীক্ষা করতে চায়। নন্দন আচার্যের ঘরে সে সস্ত্রীক

লুকিয়ে আছে। তোমরা এখন তাকে এখানে ধরে নিয়ে এসো"।

অদ্বৈত ও অদ্বৈতপত্নীকে প্রভুর সভায় নিয়া আসা হইল। প্রভু ভাবাবিষ্ট হইয়া বিষ্ণুখট্টায় বসিয়া আছেন। শ্রীপাদ নিত্যানন্দ শিরে ধরিয়াছেন ছত্র। শ্রীবাস, মুরারী প্রভৃতি ভক্তগন চারিদিকে জোড়হস্তে দণ্ডায়মান। এ অলৌকিক দর্শনেরফলে পতি ও পত্নী উভয়ে আনন্দে আত্মহারা! পরম ভক্তিভরে ষোড়শোপচারে শ্রী গৌরঙ্গের চরণ পূজা তাঁহারা সম্পন্ন করিলেন। পূজা ও স্তব গানের শেষে, সাষ্টাঙ্গ প্রণাম নিবেদনের সময় প্রভু বৃদ্ধ আচার্যের শিরে স্থাপন করিলেন নিজ চরনদ্বয়। ভক্তগোষ্টির হরিধ্বনিতে দশদিক তখন প্রকম্পিত হইয়া উঠিয়াছে।

অদ্বৈতের সংকল্প ছিল, ঈশ্বর বলিয়া যাঁহাকে তিনি স্বীকার করিবেন, জীবন প্রভুরূপে হৃদয় সিংহাসেনে বসাইবেন, তাঁহাকে দেখাইতে হইবে ঈশ্বরীয় ঐশ্বর্য, নিজ শক্তিকে কাড়িয়া নিতে হইবে অদ্বৈতের শ্রদ্ধা ও আনুগত্য। সে সংকল্প আজ তাঁহার সিদ্ধ হইয়াছে। প্রভু এবার আদেশ দিলেন, "অদ্বৈত, এবার শান্ত হয়ে উঠে বসো, পঞ্চ উপাচারে সস্ত্রীক আমার চরণ পূজা করো"।

পূজা অন্তে প্রভু কহিলেন, আচার্য, তুমি বর প্রার্থনা করো। কি তোমার অন্তরের অভিলাষ তা জানাও"। অদ্বৈত আচার্য নিরুত্তর। প্রভু এবার কহিতে লাগিলেন, "তবে শোন আচার্য, ঘরে ঘরে নামকীর্তনের প্রচার এবার আমি শুরু করবো। অপূর্ব ভক্তি সম্পদ চারিদিকে বিলিয়ে দিব।"

ভক্তির করুণাধারা : একবার শ্রীমন মহাপ্রভু অদ্বৈতাচার্যকে প্রশ্ন করিলেন, "ওরে নাড়া, আজ তুমি আমায় সম্পষ্ট করে বল্-ভক্তি বড় না জ্ঞান বড়।" অদ্বৈতাচার্য সবিনয়ে উত্তর দিলেন, প্রভু সর্বকালে সর্ব সমাজে জ্ঞানই তো বড়। জ্ঞানহীন ভক্তি দিয়ে কোন কার্য সাধিতহবে?"

প্রভু ক্রোধে হুঙ্কার দিয়া উঠিলেন, "ভক্তির চাইতে জ্ঞান বড়? ওরে নাড়া, তোর এত বড় স্পর্ধা, আমার সামনে দাঁড়িয়ে তুই একথা উচ্চারণ করছিস।"

বারান্দা হইতে বৃদ্ধ আচার্যকে প্রভু উঠানে টানিয়া নামাইলেন। তারপর প্রবল বেগে বর্ষিত হইতে লাগিল অসংখ্য কিল চড়। আচার্য গৃহিনী এ দৃশ্য দেখিয়া আর সহ্য করিতে পারিলেন না। অতি কষ্ঠে চীৎকার করিয়া

উঠিলেন, "প্রভু, দোহাই তোমার! বুড়ো বামুনকে একেবারে প্রানে মেরো না। এবার ক্ষান্ত হও।

ভক্তপ্রবর হরিদাস একপাশে দন্ডয়মান। প্রভুর এই বিচিত্র কোপলীলা দর্শনে তাঁহার চোখে মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে ভীতি ও বিস্ময়। ঘণ ঘন তিনি কৃষ্ণ নাম স্মরণ করিতেছেন। শুধু সদানন্দময় নিত্যানন্দ দাঁড়াইয়া খিল খিল করিয়া হাসিতেছেন।

প্রভু আচার্যকে এবার মুক্তি দিলেন। ক্রোধ সংবরণ করিয়া তিনি জানাইয়া দিলেন তাঁহার আত্ম পরিচয়। 'মুই সেই, মুই সেই বলিয়া বার বার তিনি তাঁহার ভগবত্তা ঘোষণা করিলেন। প্রভুর কৃপাদন্ড মাথায় নিয়া অদ্বৈতের আনন্দের আর সীমা নাই। বৃদ্ধ অদ্বৈতাচার্য আঙ্গিনায় দাঁড়াইয়া দুই বাহু তুলিয়া নৃত্য শুরু করিয়া দিলেন। নৃত্য শেষে শ্রীগৌরাঙ্গ চরণে মস্তক রাখিয়া কহিলেন, "প্রভু নিজ হাতে আমায় দন্ড দিয়ে নিজের ঠাকুরালি তো দেখিয়াছ। তোমার এই স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করিতেই যে আমি চাহিয়াছিলাম। এবার আমায় তোমায় চরণাশ্রয় দান করো"

প্রভু গৌরসুন্দর পরম প্রেম ভরে অদ্বৈতকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করিলেন। উভয়ের কপোল বাহিয়া ঝড়িতে

লাগিল পুলকাশ্রুর ধারা আচার্যের আঙ্গিনায় কৃষ্ণ প্রেমের বান ডাকিয়া উঠিল। প্রভু ক্রমে শান্ত হইয়া উঠিয়াছেন। ভাবাবেশে বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া বৃদ্ধ আচার্যকে যে প্রহার লাঞ্ছনা করিয়াছেন, সেজন্য খুব লজ্জিত। প্রসন্ন মধুর কণ্ঠে অদ্বৈতকে কহিলেন, আচার্য, সবাই আজ শুনে রাখুক, তিলার্ধের জন্য যে তোমার আশ্রয় নেবে তার শত অপরাধই আমি মার্জনা করবো।

শ্রীমন মহাপ্রভুর অবতার তত্ত্ব ঃ বৃদ্ধ আচার্য একদিন শ্রীবাস প্রভৃতি প্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্তদের ডাকিয়া কহিলেন, "এসো আমরা সবাই মিলে প্রভু শ্রী চৈতন্যের নামকীর্তন শুরু করে দেই। জীবের উদ্ধারের জন্য তিনি অবতীর্ণ হয়েছেন তা জেনেছি, বিশ্বাস করেছি। তবে প্রভুর নাম গানে স্তুতিগানে বাধা কোথায়?" মনের আনন্দে সকলে কীর্তন করিলেন। অদ্বৈত শ্রীবাস প্রভৃতি প্রবীনদের অগ্রে রাখিয়া ভক্তেরা কুটিরে ঢুকিলেন। প্রভু প্রশ্ন করিলেন, আচ্ছা শ্রীবাস, তোমরা সকল সুপন্ডিত বর্ষীয়ান ভক্ত থাকতে-এসব কি হচ্ছে বলতো? কৃষ্ণ কথা, কৃষ্ণ নাম ছেড়ে তোমরা আমায় অবতার বলে প্রতিষ্ঠা করতে ব্যস্ত হয়েছো কেন? শ্রীবাস উত্তর দিলেন, "প্রভু, আমাদের

স্বাতন্ত্রই বা কি, শক্তিই বা কোথায়? ঈশ্বর যা বলেছেন, তাই শুধু মুখে উচ্চারণ করেছি।"

রূপ ও সনাতন গোস্বামীর অদ্বৈত সকাশে আশীর্বাদ ভিক্ষা ঃ সনাতন ও রূপ সে বার পুরীতে আসিয়া শ্রী চৈতন্যের স্মরণ নিয়াছেন। প্রভু তাঁহার দুই বৈরাগ্যবান বৈষ্ণব ভক্তকে সম্মুখে রাখিয়া প্রথমে অদ্বৈতের গুণ গান করিলেন। তারপর কহিলেন, "দ্যাখো, প্রেমভক্তি যদি সত্যিই পেতে চাও তবে তোমরা অদ্বৈতের স্মরণ নাও। তাঁরকৃপা না হলে প্রকৃত কৃষ্ণ ভক্তি অর্জিত হবে না"। সনাতন ও রূপ গোস্বামীপাদ সাষ্টাঙ্গ প্রনামে শ্রী অদ্বৈতাচার্যের স্মরণ নিলেন এবং অদ্বৈত প্রভুর আশীর্বাদ প্রার্থনা করিলেন।

আচার্য কহিলেন, প্রভু, কৃষ্ণ ভক্তির ভান্ডারের অধিকারী হচ্ছো তুমি। আমি সে ধনের ভান্ডারী কিনা জানিনা। যদি হয়েই থাকি, তবে ভান্ডারের ধন যে শুধু দিতে পারি তোমারই শ্রীমুখের আজ্ঞায়। তুমি ইচ্ছাময়, যখন যেখানে খুশী, যাকে তাকে দিয়ে ভক্তদের কৃপা বিতরণ করো। আমি আজ কায়মনোবাক্যে, এই আশীর্বাদই করছি এদের দু' ভাই এর জীবনে যেন প্রকৃত প্রেম ভক্তির উদয় হয়।"

সনাতন ও রূপকে আশ্বাস দিয়া প্রভু শ্রীচৈতন্য কহিলেন, "আর তোমাদের কোন চিন্তা নেই। শক্তিধর আচার্যের কৃপা আজ তোমরা পেয়েছো-

অদ্বৈতের প্রসাদে সে হয় প্রেমভক্তি।
জানিহ অদ্বৈত শ্রী কৃষ্ণের পূর্ণ শক্তি।।

(চৈঃ ভাঃ)

পনাতীর্থ ধামের কথা ঃ শ্রুত হয় যে একদিন অদ্বৈতের মাতা নাভা দেবী অষ্টম বর্ষীয় পুত্রকে নিয়ে শুইয়া আছেন। গভীর রাত্রি। হঠাৎ তিনি এক বিস্ময়কর স্বপ্ন দেখিয়া জাগিয়া উঠিলেন। তাঁহার ক্রোড়স্থ শিশুটি শঙ্খচক্র গদাপদ্মধারী মহাবিষ্ণু। অঙ্গজ্যোতিতে চারিদিক আলোকিত। বিস্ময়াবিষ্ট জননী এই দিব্যকান্তি শিশুর নিকট পাদোদক প্রার্থনা করিতেছেন। কিন্তু তাহা কি করিয়া সম্ভব হইবে? পুত্রের নিকট তিনি পাদোদক প্রার্থনা করেন কি করে? তখন কমলাক্ষ ঘুম হইতে জাগিয়া উঠিলেন। মায়ের নিকট জানিতে চাইলেন কেন তিনি চিন্তিত। মাতা অনেক চিন্তা ভাবনার পর আপন পুত্রকে সকল স্বপ্ন বৃত্তান্ত খুলিয়া বলিলেন। মায়ের স্বপ্ন শুনিয়া কমলাক্ষ প্রতিজ্ঞা করিলেন, "সপ্ততীর্থ আনি হেথায় করিমু স্থাপন।" এই

কথা শুনিয়া মায়ের মনে আরও সংশয় জাগিল। এ কি করিয়া সম্ভব হইবে? কিন্তু সকল দ্বিধা দ্বন্দ্বের অবসান ঘটাইয়া মধুকৃষ্ণা ত্রয়োদশী তিথিতে কমলাক্ষ সপ্ততীর্থকে আবাহন করিয়া আনিয়াছিলেন এই স্থানে। পুরণ করিয়াছিলেন মাতৃ অভিলাষ। এবং সপ্ততীর্থকে অঙ্গীকারাবদ্ধ করিয়া ছিলেন যে যতদিন এই পৃথিবী থাকিবে ততদিন তাঁহারা এই পূণ্য তিথিতে এই ধামে আগমন করিয়া সকল ভক্তদের মনের আকাঙ্খা পূর্ণ করিবেন। এই সত্য আজও প্রতিপালিত হয়। যাদুকাটা নদীতে এই পূণ্যতিথিতে বাড়িয়া যায় জলের ধারা। হাজার হাজার ভক্তের আগমনে এই নিভৃত জনপদে নামিয়া আসে অফুরন্ত প্রাণ চাঞ্চল্য আর আনন্দের মহাপ্লাবন। আবালবৃদ্ধ বনিতা সকলেই এই পূণ্যসলিলার পুতঃ বারিতে স্নান করে ধন্য হন, নিজেকে করেন কলুষ মুক্ত।

"জয় জয় অদ্বৈতাচার্য দয়াময়।
যার হুঙ্কারে গৌর অবতার হয়।।

এই প্রবন্ধে যে সকল গ্রন্থের সহায়তা নেওয়া হইয়াছে:

১। অদ্বৈত প্রকাশ- ঈশান নাগর
২। শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত- অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধি
৩। পনাতীর্থের কথা (পাণ্ডুলিপি)- রাকেশ রঞ্জন সোম
৪। পনাতীর্থ ও শ্রী অদ্বৈত- শ্রী দীপক রঞ্জন দাশ
৫। ভারতের সাধক- শঙ্কর নাথ রায়।
৬। শ্রী শ্রী গৌর পার্ষদ চরিতাবলী- ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীভক্তিজীবন হরিজন মহারাজ
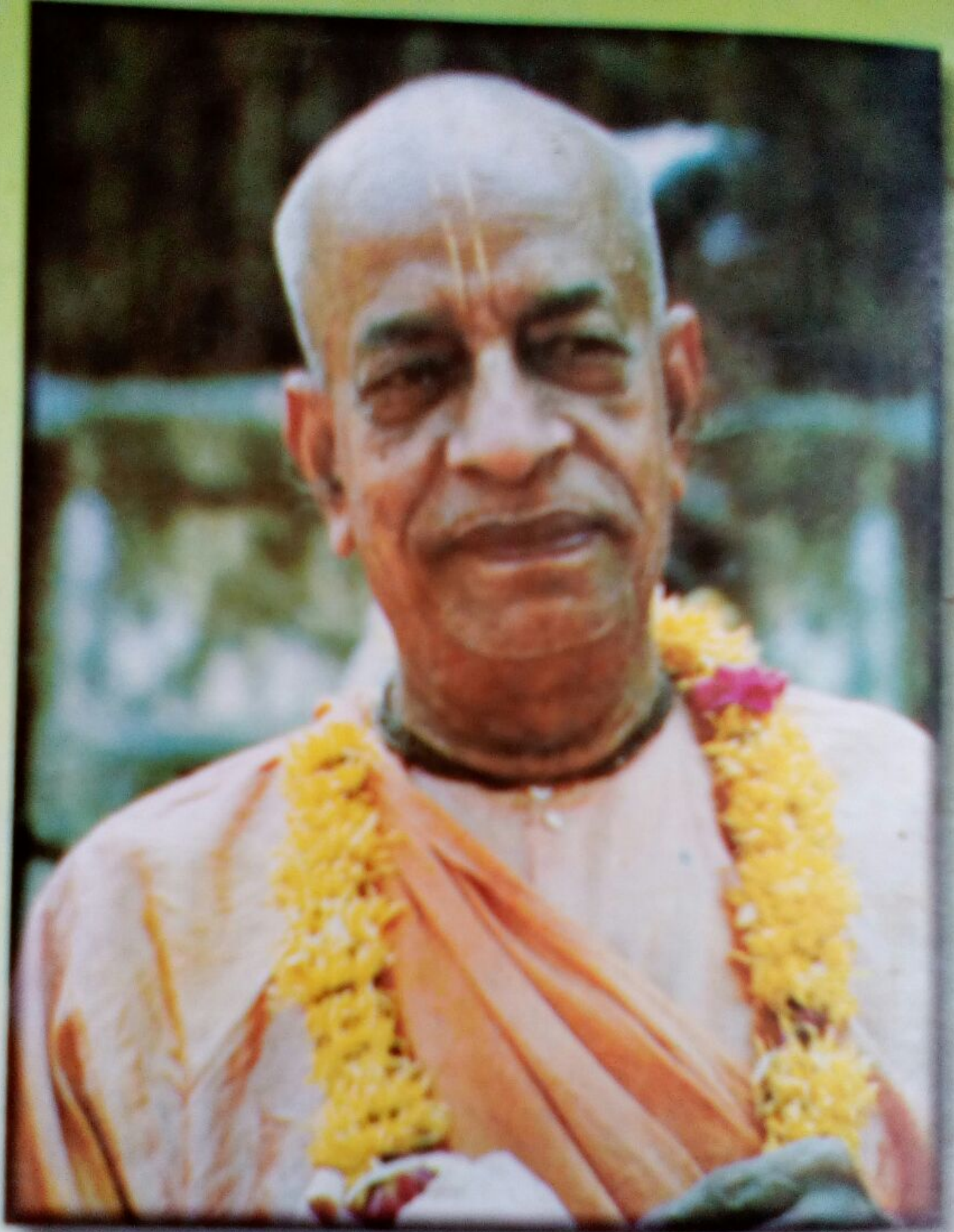
কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি

শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ

প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ (ইসকন)